R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG. 112 Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টার্টার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৯শ বর্ষ
১৩শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১লা ভাদ্র, বুধবার, ১৩৮৯ সাল
১৮ই আগষ্ট, ১৯৮২ সাল।
নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, সডাক ১৪

আর্থিক সংকটে জঙ্গিপুরে পুর-উন্নয়ন স্থগিতের সিদ্ধান্ত

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : তীব্র আর্থিক সংকটের ফলে জঙ্গিপুর পুর এলাকায় সমস্ত রকম উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিগত পুরবোর্ড উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সরকারী বরাদ্দ অর্থ অন্য খাতে ব্যয় করে যাওয়ার ফলে পুরসভার ভাণ্ডার শূন্য হয়ে পড়ায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সোমবার বিকেলে জঙ্গিপুর পুরসভার নব-নির্বাচিত পুরপতি মৃগাংক ভট্টাচার্য্য তাঁর প্রথম সাংবাদিক বৈঠকে একথা ঘোষণা করেছেন। তড়িঘড়ি করে ডাকা এই সাংবাদিক বৈঠকে ক্ষমতাসীন সি পি এম গোষ্ঠীর ৫ কমিশনার উপস্থিত থাকলেও সাংবাদিকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন পুরপতি স্বয়ং। তিনি বলেন—পূর্বতন বোর্ড মার্চ মাস পর্যন্ত ২৩,২৭,৫৫৪ টাকা পেয়েছে। এর মধ্যে দুটি খাতে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ৬'৬৯ লক্ষসহ সরকার থেকে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ছিল ১১,১২,৮৯৪'৪৩ টাকা। বিগত বোর্ড মার্চ মাস পর্যন্ত খরচ করে গেছেন ১৮,৭৭,২৭৯ টাকা। বাকী টাকা খরচ করা হয়েছে বিভিন্ন খাতে যা যুক্তি সঙ্গত হয়নি বলে মৃগাংকবাবু মনে করেন। শ্রীভট্টাচার্য্য জানান, সরকার মনোনীত বোর্ডের সভাপতি থাকাকালীন পুর এলাকায় ৬৪টি উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছিল। এর জন্য রাজ্য সরকার ৪ লক্ষ টাকাও দিয়েছিলেন। বিগত এক বছরে অর্ধেক প্রকল্পের কাজও সম্পূর্ণ করা হয়নি। এর জন্য হিসেব মত ব্যয় হয়েছে ১'২৫ লক্ষ টাকা। বহু ঠিকাদারের প্রাপ্য টাকাও বিগত বোর্ড দিয়ে যাননি। এমন কি উন্নয়ন প্রকল্পের অবশিষ্ট অর্থ ব্যয় করা হয়েছে এমন

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

এম এল এ ও দারোগা আদালতে অভিযুক্ত

আদালতের সংবাদদাতা : জমি সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে ফরাক্কার সি পি এম এম এল এ আবুল হাসনাতসহ ৮ ব্যক্তির বিরুদ্ধে জঙ্গিপুর আদালতে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। অভিযুক্ত ৮ জনের মধ্যে ফরাক্কা থানার এক সাব-ইন্সপেক্টর শিবপদ ব্যানারজিও রয়েছেন। আদালত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নোটিশ জারী করেন। দারোগা শিবপদ ব্যানারজি আদালতের নোটিশ পেয়েও হাজির না হওয়ায় তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা হয়েছে।

স্থানীয় সমস্যা মেটাতে আন্দোলনের ডাক

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : স্থানীয় এলাকার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে ডি ওয়াই এফের জঙ্গিপুর কমিটি ক্রমান্বয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যুবনেতা অরুণ মুখারজি এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। সম্প্রতি সি পি এমের যুব শাখা জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক ও বিদ্যুৎ (মেনটেন্যান্স) দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান। সরকারী চাকরির জন্য তালিকা পাঠানোর ক্ষেত্রে কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র নীতি-নিয়ম ভেঙ্গে কাজ করছেন বলে যুব সংস্থার নেতারা মহকুমা শাসকের কাছে অভিযোগ করেন। এ সম্পর্কে নেতারা কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ঘটনার কথা তুলে ধরলে মহকুমা শাসকের কক্ষে উপস্থিত কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের আধিকারিক নিরুত্তর থাকেন। ১১ আগষ্ট যুব ফেডারেশনের একদল প্রতিনিধি কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে গিয়ে আধিকারিক স্বপন সিংহ রায়ের সঙ্গে তাদের অভিযোগ নিয়ে কথা বলেন। শ্রীসিংহরায় 'অফিস সিক্রেসি ফাঁস' করতে গড়রাজী হয়ে নিজেদের অন্যায় কৃতকর্মকে আড়াল করার চেষ্টা করেন

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভাঙ্গন দেখতে কেন্দ্রীয় বিশেষজ্ঞ দল আসছেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : গঙ্গায় ভাঙ্গন পরিস্থিতি মোটামুটি একই রকম রয়েছে। ১৩ আগষ্ট রাজ্য সেচ দপ্তরের চীফ ইঞ্জিনীয়র শীতল দে ভাঙ্গন কবলিত এলাকাগুলি পরিদর্শন করে যান। রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দেবব্রত ব্যানারজিও ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা-গুলি ঘুরে গেছেন। শ্রীব্যানারজি স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে কথাবার্তাও বলেন এবং প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কলেজে ছাত্র ভর্তি নিয়ে ছা: প: আন্দোলনে নামবে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর কলেজে জঙ্গিপুরের বহু ছাত্র ভর্তি হতে না পারায় ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ছাত্র-পরিষদ (ই) এই পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয়দের ভর্তির দাবীতে আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। ২৪ আগষ্ট কলেজ গভর্ণিং বডির সভায় তারা বিক্ষোভ দেখাবেন। এবং দাবী পূরণ না হলে পরবর্তীকালে কলেজে ছাত্র ধর্মঘট ডাকা হবে। ছাত্র-পরিষদের জনৈক মুখপাত্রের অভিযোগ, কলেজ কর্তৃপক্ষ 'আগে এলে ভর্তি' করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা ন্যায়সঙ্গত নয়। এর ফলে মালদহ ও বীরভূমের বহু ছাত্র-ছাত্রী কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়ে যাওয়ায় স্থানীয়রা বঞ্চিত হয়েছেন। গত কয়েক বছর কলেজে বহিরাগত ছাত্রের ভর্তি একেবারে বন্ধ ছিল। এ বছর পুনরায় এই নিয়ম চালু করা হয়েছে। পরিষদ পুনরায় ছাত্রদের স্থান সংকুলানের জন্য প্রাতঃ বিভাগ চালুর দাবী জানিয়েছেন। ৭০ থেকে ৭৮ সাল পর্যন্ত ছাত্রের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় জঙ্গিপুর কলেজে প্রাতঃ বিভাগ চালু ছিল। পরে তা স্থায়ীভাবে বন্ধ

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কমিশনারদের মদতে পুর জমি বেদখল

নিজস্ব সংবাদদাতা : রাজ্যের পুরমন্ত্রী প্রশান্ত শূর যখন রাজ্য জুড়ে সরকারী জায়গাকে অবরোধ মুক্ত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, ঠিক তখনই পুরসভার অনুমতি ব্যতিরেকেই জঙ্গিপুর পুর এলাকার বিভিন্ন অঞ্চলে পুরসভার জমিতে ব্যাপকভাবে দোকান ও পাকা ঘর নির্মিত হয়ে চলেছে। ফুল-তলায় সদর সড়কের উপরে বসেছে বিরাট বাজার। ফলে শহরের মধ্যেকার সড়কগুলির অনেকাংশই দখল হয়ে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

অর্থের দাবীতে মামলা

আদালতের সংবাদদাতা : একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য বরাদ্দ সরকারী অর্থের দাবী নিয়ে জঙ্গিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যেকার বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে জঙ্গিপুর আদালতে একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। মামলাটি এনেছেন স্কুলেরই জনৈক শিক্ষক। আদালত এ ব্যাপারে বিবাদী ১৯ জনকে শোকজ করে ৭ দিনের ভিতর আদালতে জবাব দাখিল করার নির্দ্দেশ দিয়েছেন। বিচারপতি ২৩ আগষ্ট এ সম্পর্কে শুনানীর দিন ধার্য্য করেছেন।

ত্রাণের টাকা ফেরৎ গেল

নিজস্ব সংবাদদাতা : সরকারী অর্থের অভাবে বিভিন্ন এলাকায় ত্রাণকার্য্য যখন ব্যাহত হচ্ছে ঠিক তখনই সামসেরগঞ্জ ব্লকের বিডিও খরচ করতে না পেরে বন্যা ত্রাণের জন্য আসা প্রায় ৬২,৫০০ হাজার টাকা বহরমপুরে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছেন। এই টাকা বন্যা বিধ্বস্ত পরিবারগুলির গৃহ নির্মাণের জন্য পাঠানো হয়েছিল। কথা ছিল ঠিক মত তদন্তের অভাবে যারা সরকারী অনুদানে বঞ্চিত ছিলেন এই অর্থ থেকে তাদেরকে ২শো টাকা করে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১লা ভাদ্র বুধবার, ১৩৮৯ সাল।

বেকারির ভূত

পশ্চিমবঙ্গের সীমাহীন বেকারত্ব বিভিন্ন কর্মসংস্থান কেন্দ্রগুলির খতিয়ান অপেক্ষা তাবৎ বেকার যুবকদের হতাশাব্যঞ্জক মুখচ্ছবি, যাহা যত্রতত্র পরিদৃষ্ট, জলন্ত প্রমাণ। স্বাধীনতার পঁয়ত্রিশ বৎসর উদ্‌যাপিত হইয়াছে। শাসককুল কী করিয়াছেন, দেশের কতটা অগ্রগতি হইয়াছে, নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশে বিদেশে সাড়ম্বরে প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু এই সোচ্চার ঘোষণাতে বেকার যুবসমাজ আশ্বস্ত হইয়াছেন কি? তিক্ততম সত্য যাহা সকলেই জানেন, তাহা এই যে, দেশে বেকার জনসংখ্যার তুলনায় কর্মসংস্থান আজিও হয় নাই। অর্থাৎ বেকারত্বের ভূত তাড়াইতে কোন ওঝাই সমর্থ হন নাই। সুতরাং অগ্রগতি কী অভ্যন্তরীণ, কী আন্তর্জাতিক,—কোন ক্ষেত্রেই কর্মহীন যুবকদল উৎসাহ বোধ করেন না।

এই রাজ্যে বিভিন্ন নূতন শিল্পোদ্যোগে, নানা কলকারখানা স্থাপনে কর্মহীনদের কর্মসংস্থান হওয়া সম্ভব। ইহার ফলে কর্মহীনদের বিরাট একটা অংশ আশার আলো দেখিতে পান। দুই মুঠা অন্নসংস্থানের সুযোগ পাইতে পারেন। কিন্তু বহু প্রতিকূলতার ফলে শিল্পপতিরা নূতন শিল্পোদ্যোগে উৎসাহিত হইতে পারিতেছেন না। কিছু কিছু শিল্পের কাঁচা মালের মূল্যমান সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যের ক্ষেত্রে অন্য রাজ্য অপেক্ষা পৃথক নীতি অবলম্বন করেন। ফলে অপেক্ষাকৃত কম বিনিয়োগ দ্বারা এই রাজ্য ছাড়া অন্যত্র শিল্প গড়িয়া তুলিতে তাবৎ শিল্পপতিগণ সচেষ্ট হইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ রাজ্যের দীর্ঘস্থায়ী বিদ্যুৎ বিভ্রাটে প্রতিষ্ঠিত শিল্পসংস্থার নাভিশ্বাস শুধু নয়, অপমৃত্যু ঘটিতেছে। নূতন করিয়া শিল্পকর্ম ভাবিবার কথা ত সুদূরপরাহত। এই অবস্থায় পড়িয়া রাজ্যের অর্থনীতির উপর প্রচণ্ড আঘাত আসিয়াছে। বেকার-সমস্যার সমাধান হওয়া কিভাবে সম্ভব, তাহার সূত্র কুত্রাপি মিলিতেছে না। তাই রাজ্য জুড়িয়া বেকার যুবকদের মানসিক অশান্তি আজ ক্রমবর্দ্ধমান। এই অবস্থার অবসান কবে হইবে, কে জানে?

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

কো-অর্ডিনেশন কমিটির জবানবন্দী

'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকায় জেলার রেজিষ্ট্রী অফিসের ঘটনাবলী বিকৃতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি জেলা রেজিষ্ট্রী দপ্তরের কোন মৃত কর্মচারীর অসহায় পরিবারের কর্মপ্রার্থীর চাকুরী সম্পর্কে কখনই আপত্তি জানাইনি এবং জানাচ্ছেও না। মৃত কর্মচারীর অসহায় পরিবার হতে চাকুরী পাবার অধিকার ইতিপূর্বে রাজ্য সরকারী প্রশাসনে কোন দিন ছিল না। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পরই এই অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আপত্তি ছিল মৃত উমাপদ কুণ্ডুর পুত্র শ্রীশঙ্কর কুণ্ডুকে যে পদ্ধতিতে নিয়োগ করা হচ্ছিল, সেই প্রসঙ্গে। উমাপদ কুণ্ডু মৃত্যুর পূর্বে ভগবানগোলা সাব-রেজিষ্ট্রী অফিস পিয়ন পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৭৯ সালের ৪ঠা আগষ্ট শ্রীকুণ্ডুর মৃত্যু হয়, মৃত্যুর পূর্বে অসুস্থতার জন্য ১৬-৫-৭৯ তারিখ হতে ছুটিতে ছিলেন। শ্রীকুণ্ডুর মৃত্যুর পূর্বেই ডি আর ২০-৭-৭৯ তারিখে ১৯৮৭ (৫) নং আদেশ দ্বারা সাগরদীঘি এস আর অফিসের নাইট গার্ডকে ভগবানগোলা এস আর অফিসে পিওন পদে এবং গোয়াস এস আর অফিসের পাঙ্খা-পুলারকে (জেলার সবচেয়ে সিনিয়র) শ্রীননীগোপাল সরকারকে নাইটগার্ড পদে নিয়োগ করেন। শ্রীসরকার ২৩ ৭-৭৯ তারিখ হতে অদ্যাবধি উক্ত পদেই নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করছেন। একজন নিয়মিত পদের কর্মচারী তিন বৎসর নিরবচ্ছিন্ন চাকুরী করার পর স্থায়ী বলে ঘোষিত হবেন। সুতরাং এইরূপ একজন কর্মচারীকে অনিয়মিত ডেলিওয়েজ ঋতুকালীন কর্মচারীতে ফিরিয়ে দেওয়া সরকারী আদেশের পরিপন্থী এটাই ছিল ডি আরের কাছে আমাদের বক্তব্য। ২৯শে মে তারিখে এই বক্তব্যই আমরা ডি আরকে বলেছিলাম এবং তিনি আই জি আরকে প্রকৃত ঘটনা জানাবেন এবং তাঁর নির্দ্দেশের জন্য অপেক্ষা করবেন এই প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছিলেন কিন্তু আশ্চর্যের সাথে আমরা লক্ষ্য করলাম বেলা ২টার সময় তিনি যে সিদ্ধান্ত নিলেন এবং আমাদেরকে জানালেন বিকেল ৫টার সময় এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের নেতাদের সাথে আলোচনা করে তা পরিবর্তন করলেন। পুনরায় আমরা ডি আরের পরিবর্তিত সিদ্ধান্তের প্রতি তীব্র প্রতিবাদ জানাই এবং আই জি আরকে প্রকৃত ঘটনা জানিয়ে তার নির্দ্দেশের জন্য অপেক্ষা করার দাবী জানাই। ডি আর শেষ পর্য্যন্ত আই জি আরকে ১-৬-৮২ তারিখে ১০০৩নং চিঠির দ্বারা প্রকৃত ঘটনা জানান এবং আই জি আরের নিকট তাঁর পরবর্তী করণীয় নির্দেশ সম্পর্কে পরামর্শ চান। ২রা জুন তারিখে ডি আর নিজেই ঐ চিঠিখানি নিয়ে আই জি আরের সাথে দেখা করে সমস্ত ঘটনা জানান। ঘটনাক্রমে ঐ দিনই পঃ বঃ রেজেষ্ট্রেশন কর্মচারী সমিতির সাধারণ সম্পাদক এবং পঃ বঃ চতুর্থ শ্রেণী (গ্রুপ ডি) সরকারী কর্মচারী সমিতির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ মুর্শিদাবাদ জেলার ঘটনাটি নিয়ে আই জি আরের নিকট ডেপুটেশনে গিয়েছিলেন। সমিতির প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতেই আই জি আর জানান এ যাবৎ ডি আরের অফিস হতে তাঁকে ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে, যে কারণে তাঁর পূর্বেকার নির্দ্দেশগুলি সেইভাবেই হয়েছে। তিনি ডি আরকে বলেন, শীঘ্রই নূতন নির্দ্দেশ পাঠাবেন এবং নূতন নির্দ্দেশ না পাওয়া অবধি তিনি যেন অপেক্ষা করেন। পত্রিকা সম্পাদকগণ অবশ্যই জানেন প্রশাসনিক নিয়ম-কানুন এমনিই যে একটি সিদ্ধান্তের সাথে সাথেই সরকারী নির্দ্দেশনামা বেরিয়ে আসে না, বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে আসতে স্বাভাবিকভাবেই ২-৪ দিন চলে যায়। মাঝে কোন অফিসার বা কর্মী অনুপস্থিত থাকলে আরও দেরী হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ফাইল বা সংশ্লিষ্ট কাগজও হারিয়ে যায়। কেন হয়, সেটি এখানকার আলোচনার প্রসঙ্গ নয়। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। ১০ ৬-৮২ তারিখে ৪৬০০নং চিঠিতে আই জি আর তাঁর পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত ডি আরকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু এই সময়কালের মধ্যেই ডি আরের আসল চেহারাটি বেরিয়ে আসে। আই জি আরের পরিবর্তিত সিদ্ধান্তে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাই আই জি আরের পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত আসার পূর্বেই ৯-৬-৮২ তারিখে আই জি আরের নির্দেশ কার্য্যকরী করতে উদ্যত হন। ডি আর কোন উদ্দেশ্যে এই কাজ করলেন এবং এই ধরনের কাজ আই জি আরের সাথে আলোচনার পরও কি করতে পারেন? উদ্দেশ্য আমাদের পরিষ্কার, সেই প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি। স্বাভাবিক কারণেই ডি আরের এই ধরনের ক্রিয়াকাণ্ডের বিরুদ্ধে কর্মচারীরা ধিক্কার জানান, এবং সংগঠিতভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বিক্ষোভের সময় ডি আর অফিস হতে পালিয়ে যান এবং সার্কিট হাউসে গিয়ে জেলা শাসক এবং মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী মহঃ আবদুস বারির কাছে গিয়ে অভিযোগ করেন, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি আই জি আরের নির্দেশ কার্য্যকরী করতে দিচ্ছে না। অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ প্রশাসন) ১০-৬-৮২ তারিখে সার্কিট হাউসে অন্য দুটি সংগঠনের সাথে একই সাথে আমাদেরকে আলোচনায় ডেকেছিলেন। নীতিগত কারণেই অপর দুটি সংগঠনের সাথে একই সাথে আলোচনায় বসতে আমরা সম্মত হই নি। আমাদের ঐ আলোচনায় অনুপস্থিতির কারণও আলোচনার পূর্বেই এ ডি এমকে জানিয়ে দিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই কোন প্রশাসক ঠিক করে দেবে না, আমরা কার সাথে আলোচনায় বসবো। ডি আর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য তাঁর পদক্ষমতা ব্যবহার করেছেন। উক্ত অফিসের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির তিনজন নেতৃস্থানীয় সংগঠককে সাময়িক বরখাস্ত করেছেন, দুই বৎসর পূর্বে তাঁদের বিরুদ্ধে আনীত দুটি মিথ্যা অভিযোগে ফৌজদারী মামলাকে কেন্দ্র করে। একটি অভিযোগ ইতিমধ্যেই আদালত কর্তৃক মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। অপরটিও অনুরূপভাবে সমাপ্তির পর্যায়ে এসে পৌঁচেছে। ঠিক এই সময়ে উক্ত মামলাকে কেন্দ্র করে সাময়িক বরখাস্ত প্রশাসনিক স্বার্থে এবং সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যে হয়নি, এটা বুঝতে নিশ্চয় পাঠকবর্গের অসুবিধা হবে না। সর্বশেষ পাঠকবর্গের নিকট আমাদের নিবেদন, যাকে নিয়ে এত ঘটনা সেই শঙ্কর কুণ্ডু তাঁর পিতার মৃত্যুর সাথে সাথেই চাকুরী প্রার্থী ছিলেন না। বয়স তাঁর ১৮ বৎসরের কম ছিল। ১৯৮১ সালের শেষে চাকুরী প্রার্থী হন। ডি আরের কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা ছিল, ধরুন কোন কর্মচারী এমন অবস্থায় মারা গেলেন যে সময় তাঁর পুত্র গর্ভজাত ছিলেন, ১৮ বৎসর পর তিনি যখন কর্মপ্রার্থী হবেন ততদিন কি তাঁর পিতার পদটি শূন্য অবস্থায় থাকবে? তা যদি না হয়, তবে কি ঐ শূন্যপদে যিনি ১৮ বৎসর ধরে চাকুরী করবেন তাঁকে ১৮ বৎসর বাদে ছাঁটাই হতে

(৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

স্বাধীনতা সংগ্রাম ঃ আমাদের মহকুমা

শ্রীবরুণ রায়

আমাদের দেশের সত্যিকারের ইতিহাস আজও লেখা হল না। যেটুকু ইতিহাস আমরা পাই তা বেশীর ভাগই রাজা-রাজড়াদের ইতিহাস। দেশের সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনার কাহিনী বেশীর ভাগই আজও অনাবিষ্কৃত, অলিখিত পড়ে আছে। আঞ্চলিক ইতিহাস অনুসন্ধান বা চর্চার কাজ আজও শুরুই হয়নি। তাই জঙ্গিপুর মহকুমার পুরানো ইতিহাস আমরা জানি না।

এই ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রয়াসের কাহিনী। উত্তর-স্বাধীনতা কালের বর্তমান প্রজন্মের বালক ও যুবকদের কোন সুযোগই নাই আমাদের এই জঙ্গিপুর মহকুমার স্বাধীনত সংগ্রামের কাহিনী জানার। স্বল্প দু'একটি কালির আঁচড়ে সেই ইতিহাসের একটি ক্ষীণ আভাস আমি এখানে দেওয়ার চেষ্টা করব। আর উল্লেখ করব সেই ইতিহাসের কুশীলবদের কিছু নাম যাতে তাঁদের কথা আমরা ভুলে না যাই।

ইংরাজদের বিরুদ্ধে জঙ্গিপুর মহকুমায় প্রথম বিদ্রোহের পতাকা তুলে ধরেছিল সাঁওতালরা। ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহে একটা বড় অংশ নিয়েছিল আমাদের এই জঙ্গিপুর মহকুমা। কিন্তু অরণ্যচারী মানুষদের সেই সংগ্রামের ইতিহাস আজ বিস্মৃতির বালুস্তূপে চাপা পড়ে আছে।

ইংরাজদের আমলে নীলচাষের অন্যতম প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল জঙ্গিপুর মহকুমা। পুরানো দিনের কিছু নীলকুঠি আজও অতীত দিনের সাক্ষ্য বহন করছে। অত্যাচারী নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে একদিন কৃষকদের যে মৃত্যুপণ লড়াই শুরু হয়েছিল তাতেও এই মহকুমার কিছু ভূমিকা ছিল। সেই তথ্যাদিও আমাদের অজ্ঞাত, অনুসন্ধান সাপেক্ষ। জঙ্গিপুরের ঐতিহ্যবাহী রেশম শিল্পকে ধ্বংস করার যে সুপরিকল্পিত প্রয়াস ইংরাজরা নিয়েছিল তার বিরুদ্ধে আমাদের এলাকার তাঁতিরা কিভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিল সে-কথাও আজ আমরা সম্পূর্ণ ভুলে গেছি।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন দেশে যে স্বদেশ প্রেমের সঞ্চার করে তারই অনুকূল আবহাওয়ায় দেশে গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠন গড়ে উঠে। বিপ্লবী অনুশীলন দলের অন্যতম প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল বহরমপুর শহর। সে দিন কৃষ্ণনাথ কলেজে গা ঢাকা দিয়ে অনুশীলন দলের যে সব ছেলেধরা ফাঁদ পেতেছিলেন তাতে অনেক কিশোরই ধরা পড়েছিলেন। জঙ্গিপুরের গৌরব অমর শহীদ নলিনী বাগচীর বাড়ী ছিল কাঞ্চনতলায়। কিন্তু বহরমপুরেই তিনি অনুশীলন দলের সংস্পর্শে আসেন।

জঙ্গিপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক নলিনী বাগচী। দলের বিশিষ্ট কর্মী হিসাবে বৈপ্লবিক সংগঠনের কাজে তিনি যুক্ত বাংলার বিভিন্ন এলাকা, আসাম ও বিহারে ঘুরেছেন। তাঁর কথা দেশবাসী অল্পবিস্তর জানে। তাঁর মৃত্যুপণ শেষ লড়াই আর পুলিশের কাছে তাঁর মৃত্যুকালীন শেষ উক্তি —'Don't disturb me, let me die peacefully.' —ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

জঙ্গিপুরে গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে প্রথম যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে আজও জীবিত আছেন জেলার প্রবীণতম স্বাধীনতা সংগ্রামী নলিনীকান্ত সরকার। নলিনীকান্তর বাড়ী নিমতিতার কাছে জগতাই গ্রামে। শৈশবেই তিনি অনুশীলন দলের সংস্পর্শে আসেন এবং দলীয় সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

জঙ্গিপুর মহকুমার গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনকে প্রথম সংগঠিত রূপ দেন কাশী ষড়যন্ত্র মামলার পলাতক আসামী গোপেশচন্দ্র রায়। আত্মগোপন করে গোপেশচন্দ্র এসে আশ্রয় নেন জঙ্গিপুরের ছোটকালিয়া গ্রামের তারাপদ মজুমদারের বাড়ীতে। এখান থেকে তিনি কাজ শুরু করেন। একে একে অনুশীলন দলে যোগ দেন জঙ্গিপুরের শ্যামাপ্রসাদ সিংহ, জগতাই-এর ভগবতীচরণ নিয়োগী ও নলিনীকান্ত সরকার, বেনিয়াগ্রাম এলাকার শৈলেন্দ্রনাথ রায় ও কুলেশচন্দ্র মিশ্র, দহরপাড়ের সুকুমার মুখোপাধ্যায়, নিমতিতার শ্রীশচন্দ্র সরকার। অনুশীলন দলের 'Action' যাকে বলে জঙ্গিপুর মহকুমায় তা ঘটান হয়নি। এখানে উপদ্রব ঘটিয়ে পুলিশ ও গুপ্তচর বিভাগের দৃষ্টি এই এলাকার উপর টেনে আনতে নেতারা চাননি। এটাকে তাঁরা শান্তিপূর্ণ এলাকা হিসাবে রাখতে চেয়েছিলেন। এখানে তাঁরা কতগুলি গোপন আবাস গড়ে তুলেছিলেন অন্য জায়গায় 'Action'-এর পর যেখানে বিপ্লবীরা এসে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারেন। হাই স্কুলগুলি থেকে ছেলে সংগ্রহ করে দলে টানা হত। এই ছেলেদের সাহায্যে দলের ইস্তাহার ও অস্ত্রশস্ত্র অন্যান্য জেলার গোপন ঘাঁটিতে পাঠিয়ে দেওয়া হত। বাঘা যতীন একবার জঙ্গিপুরে এসেছিলেন। মিঠিপুরে তাঁদের একটি ঘাঁটি ছিল। এখানে তাঁর অনুগামী কারা ছিলেন তা আর আজ বলা সম্ভব নয়। (চলবে)

'প্রিন্টোফ্লেক্স' কোম্পানীর ১নং পলিথিনের বিভিন্ন সাইজের বালতি, বালতি-ব্যাগ, গ্লাস, মগ, প্লেট, সোপকেস প্রভৃতি দ্রব্য সুলভ মূল্যে খুচরা ও পাইকারী রেটে পাওয়া যায়।

টি, চক্রবর্ত্তী
বাগানবাড়ী
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

টিচার্স এ্যাপ্রুভ্যাল ফরম আমাদের কাছে পাবেন।
পণ্ডিত ষ্টেশনারস
রঘুনাথগঞ্জ

স্বাধীনতার দৌলতেই আমাদের এই সুযোগ

নয়া বিশ-দফা কার্যসূচী আমাদের পথ দেখায় ও এগিয়ে যাবার অনুপ্রেরণা দেয়

রাষ্ট্রের কল্যাণে এই যে কর্মযজ্ঞ সেটা দেশের সার্বিক উন্নয়নের গোটা পরিকল্পনার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। কোন্ ক্ষেত্রে কতটা জোর দিলে উন্নয়ন কোন পর্যায়ে দ্রুত সফল হয়ে উঠবে এই কার্যসূচী তারই স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়।"

এই কার্যসূচীর সফল রূপায়ণ প্রত্যেক নাগরিকের সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল

আসুন এই দলে আমরা সবাই যোগ দি

"এই কার্যসূচী আমাদের প্রত্যেকের স্বার্থে, আমাদের দেশের স্বার্থে, যে দেশ আমাদের নিজেদের এবং যে দেশকে সযত্নে লালন করতে হবে, সেবা করতে হবে, গড়ে তুলতে হবে।"

—প্রধান মন্ত্রী
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

স্বাধীনতার ৩৬তম বর্ষ—নবম এশিয়াড ক্রীড়ানুষ্ঠানের বর্ষ।

davp 82/208

জন্মদিনে সুকান্ত

সুমন পাঠক

অথাত জনের নির্বাক মনের বেদনাকে উদ্ধার করে তাকে সাহিত্যের আসরে তুলে ধরার জন্য রবীন্দ্রনাথ জীবনের সায়াহ্নবেলায় যে কবিকে আহ্বান করেছিলেন—সেই কৃষাণ শ্রমিক জীবনের দুঃখ সুখের অংশীদার কবি হলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য। ৩০শে শ্রাবণ তারই জন্মদিন। জীবনের একুশটি বসন্ত কাটিয়ে দিয়ে চলে গেছেন অন্য আর এক লোকে। মাটির কাছাকাছি এই কবির উদ্দেশ্যে সেদিন রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করেছিলেন যে আকাঙ্খার কথা, প্রত্যাশার কথা তা হলো—গানহীন এদেশে প্রাণহীন যেথা চারিধার / অবজ্ঞার তাপে শুষ্কভূমি / রসে পূর্ণ করে দাও তুমি /মর্মের বেদনা যত করিও উদ্ধার। পরাধীন ভারতবর্ষে সুকান্ত জন্মেছিলেন / প্রত্যক্ষ করেছিলেন সাম্রাজ্যবাদের নগ্নরূপ; দেখেছিলেন ফ্যাসীবাদ—নাৎসীবাদের ক্রমবর্দ্ধমান প্রসার। সেই সঙ্গে দেখেছিলেন স্বদেশে দুর্ভিক্ষ, কালোবাজারের করাল গ্রাস; বন্যা ও খরায় মানুষের মৃত্যু তাণ্ডব। এই সব ঘটনা সেদিন কিশোর কবির মনকে করে তুলেছিল চঞ্চল। বাংলাদেশ ও বাংলা দেশের মানুষের এই মর্ম্মন্তিক বেদনা তাঁর কণ্ঠে জুগিয়েছিল ভাষা। কবির উদ্বেলিত মন সেদিন তারই প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। জোতদার—মজুতদার—আড়তদার—মুনাফাখোর—কালোবাজারীদের নির্দ্দয় বর্ব্বরতা সেদিন তার মনে তুলেছিল প্রতিবাদের দুরন্ত ঝড়। পীড়ন—পেষণ—নির্যাতন—শোষণ—শাসন আর বৈষম্যের দুর্গ ভেঙ্গে নূতন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ইস্পাত কঠিন বাসনা তাকে করে তুলেছিল বিপ্লবী। এই সব প্রথার অবসানের জন্য তিনি চেয়েছিলেন গণতান্ত্রিক বিপ্লব। গণ আন্দোলনই জাতির মুক্তি লাভের পথ বলে তিনি মনে করেছিলেন। লেনিনের স্বপ্ন ছিল তার চোখে; লেনিনের বাণী ছিল তার জীবনের দিক্ দর্শন। তাই বুঝি তিনি বলেছিলেন "বিপ্লব স্পন্দিত বুকে মনে হয় আমিই লেনিন।"

সমাজ সচেতন কবি ছিলেন সুকান্ত। সমাজের মেহনতী মানুষদের সাথে ছিল তার হৃদয়ের গভীর সংবেদনশীল সংযোগ / কবির নিজের কথায় শোনা যাক—"প্রত্যহ যারা ঘৃণিত ও পদানত, / দেখ আজ তারা সবেগে সমুদ্যত; / তাদেরই দলের পেছনে আমিও আছি, / তাদেরই মধ্যে আমিও যে মরি-বাঁচি।" মানুষের প্রতি তার ছিল গভীর দরদ আর হৃদয় ভরা সহানুভূতি। এ যেমন অকৃত্রিম তেমনি অকুণ্ঠ। রানার কবিতায় কবি রানারের দারিদ্র লাঞ্ছিত অভিশপ্ত জীবনের প্রতি যেমন দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন তেমনি তাকে জানিয়েছেন প্রত্যাশার 'আলোর স্পর্শে তার দুঃখময় জীবনের কেটে যাবার সহানুভূতিপূর্ণ আশ্বাস বাণী। শোষিত মানুষের কথা বলেছেন তিনি তাঁর প্রতীকাশ্রিত কবিতাগুলোতে। জলন্ত সিগারেট যেন শোষিত মানুষের প্রতীক। সিঁড়ি যেন শোষকের পদাঘাতে ক্ষতবিক্ষত সাধারণ শোষিত মানুষ। বিপ্লবী কবি কণ্ঠের সতর্ক বাণী সিড়ির মধ্যে উচ্চারিত হয়েছে—যারা ঘোষণা করেছে দিন বদলের, পালা বদলের বার্তা—চিরকাল আর পৃথিবীর কাছে/ চাপা থাকবে না / আমাদের দেহে তোমাদের এই পদাঘাত। / আর সম্রাট হুমায়ুনের মতো / একদিন তোমাদেরও হতে পারে পদস্খলন।' চিল কবিতায় তিনি নির্য্যাতন ও শোষণের হাত হতে মুক্তির বাসনা প্রকাশ করেছেন। কবি দেখেছেন নিজের চোখে দুর্ভিক্ষের ভয়ঙ্কর ছবি। তাঁর চোখে দুঃস্বপ্ন আর চোখের সামনে মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। কবি জীবনের বসন্ত অতিবাহিত হয়েছে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়; সতর্ক-সাইরেনের প্রচণ্ড চীৎকারে তাঁর কত বিনিদ্র রাত্রি কেটে গিয়েছে। অহল্যা—ভারতবর্ষে জন্ম নিয়ে শুধু অত্যাচারীর পদাঘাত ভোগ করেছেন। তাই কবি চেয়েছেন—শোষণ মুক্ত সমাজ, কলুষ মুক্ত সামাজিক পরিবেশ আগামী দিনের মানুষদের জন্য। প্রত্যয়নিষ্ঠ কবি কণ্ঠ তাই ঘোষণা করেছিল একদিন—

যতক্ষণে দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে
যাব আমি—
নব জাতকের কাছে এ আমার
অঙ্গীকার।

দলত্যাগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ানের প্রায় ৫০ জন গণফ্রন্টের কর্মী আইনুল হকের নেতৃত্বে সি পি এমে যোগ দিয়েছেন। তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং জোতদার তোষণে গণফ্রন্টের বিপ্লবী অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ায় এই দলত্যাগ বলে জানানো হয়েছে।

কৃষক প্রশিক্ষণ

সাগরদীঘি : সম্প্রতি ভারত জার্মাণ সার প্রশিক্ষণ বিভাগ সাগরদীঘি ব্লকের বোথরা হাই স্কুলে এক কৃষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন। ৪০ জন প্রগতিশীল কৃষক এই প্রশিক্ষণে যোগ দেন। সাগরদীঘি ব্লকের কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক নজরুল ইসলাম বর্তমান পরিস্থিতিতে কিভাবে ধানচারা রক্ষা করা যায় এবং বীজ নষ্ট হয়ে গেলে অল্পদিনে ধান উঠার উপযোগী বীজ নির্বাচন করার কথা বলে বীজতলায় কীটনাশক স্প্রে করতে বলেন। সংস্থার জেলা কৃষিবিদ মনোজকুমার সরকার তাঁর দীর্ঘ বক্তব্যে জমিকে ভালভাবে পচান দিয়ে সার প্রয়োগ করে এক থেকে দেড় ইঞ্চি কাদায় বীজ পুঁততে বলেন। তিনি বলেন, চাপান সার ইউরিয়া, মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে তিনদিন বাড়ীতে রেখে ধানের জমিতে ছড়াতে হবে। আশি শতাংশ ধান পাকলে ধান কাটতে তিনি উপদেশ দেন।

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

ফোন নং : ২৬২
চৌধুরী ভাই
৩০, কৃষ্ণনাথ রোড, বহরমপুর
॥ চার্চের মোড় ॥
গুড ইয়ার কোং নির্মিত সেরা বেলটিং এবং পাম্পসেট্
ও বড় ইঞ্জিনের পার্টস পাওয়া যায়।
চৌধুরী হাইওয়ে সার্ভিস, বহরমপুরের সহযোগী প্রতিষ্ঠান।

ছোট পরিবারই সুখী পরিবার
(জন্মনিয়ন্ত্রণের স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণে আগ্রহী দম্পতিদের জন্য বর্দ্ধিত হারে সরকারী অনুদান)

* সুস্থ, সমৃদ্ধ ও সীমিত পরিবার গড়ে তুলতে প্রতিটি দম্পতিকে সাহায্য করাই পরিবার কল্যাণ প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য।
* পরিবার কল্যাণ প্রকল্পকে নতুনভাবে ঢেলে সাজিয়ে জনকল্যাণমুখী করা হ'য়েছে। এখন এই প্রকল্প সম্পূর্ণভাবে স্বেচ্ছামূলক। কোন রকম জোরজুলুম বা জবরদস্তির স্থান এই প্রকল্পে নাই।
* সন্তান-সম্ভবা মায়েদের জন্য এবং শিশুদের জন্য নানারকম রোগ প্রতিষেধক টিকা দান এবং পুষ্টির জন্য বিনামূল্যে ভিটামিন সরবরাহের ব্যবস্থা আছে।
* জন্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক স্থায়ী-অস্থায়ী পদ্ধতি এতদিন দম্পতিরা গ্রহণ করে আসছেন সেই সব সুযোগ এখনও বিনামূল্যে প্রতিটি হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাওয়া যায়। তবে কেবলমাত্র যাঁরা ভ্যাসেকটমি, টিউবেকটমি অথবা লুপ গ্রহণ করবেন তাঁদের জন্যই আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা আছে। যে সব মহিলা লুপ গ্রহণ করবেন তাঁদের প্রত্যেককে নগদ ৫ টাকা এবং যাঁরা টিউবেকটমি করিয়ে নেবেন তাঁদের প্রত্যেককে নগদ ১০৫ টাকা ও বিনামূল্যে হাসপাতালে অপারেশন, ঔষধপত্র ও খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা এবং পুরুষদের ভ্যাসেকটমি করিয়ে নেওয়ার জন্য প্রত্যেককে নগদ ১১৫ টাকা (যাতায়াত খরচ পনের টাকা ও জলযোগের জন্য দশ টাকা অর্থ বরাদ্দসহ) আর্থিক অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা বর্তমানে চালু আছে।
* ভ্যাসেকটমি, টিউবেকটমি অপারেশন ও লুপ প্রদানের ক্ষেত্রে সরকার মনোনীত উদ্যোক্তাদের প্রতি ভ্যাসেকটমি অপারেশনের জন্য নগদ ১০ টাকা এবং টিউবেকটমির জন্য ৬ টাকা ও লুপ কেসের জন্য ২ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।
* নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে যোগাযোগ করলেই সবরকম সাহায্য ও সহায়তা পাওয়া যাবে।

বিজ্ঞাপন সংখ্যা—৪৭/৮২-৮৩

পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের মাস মিডিয়া ডিভিসন কর্তৃক প্রচারিত।

চিঠি-পত্র

(২য় পৃষ্ঠার পর)

হবে ? ডি আরের উত্তর ছিল 'না'। সরকারী নিয়মও তাই বলে। মৃত কর্মচারীর শূন্য পদেই যে তাঁর অসহায় পরিবারের কর্মপ্রার্থীকে চাকুরী দিতে হবে এমন নিয়ম সরকারী আইনে নেই। বহু ক্ষেত্রে মৃত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর অসহায় পরিবারের কর্ম-প্রার্থী যোগ্যতা অনুযায়ী তৃতীয় শ্রেণীতে চাকুরী পেয়েছেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে তৃতীয় শ্রেণী কর্মচারী পরিবার হতে যোগ্যতা অনুযায়ী ৪র্থ শ্রেণীতেও কাজ পেয়েছেন। সরকারী দপ্তরের শতকরা ৩০ ভাগ শূন্যপদ কেবল মাত্র মৃত কর্মচারীর অসহায় পরিবার, রাজনৈতিক কারণে অসহায় পরিবার, সরকারী প্রকল্পের জন্য বাস্তুহারা পরিবার, ভারতীয় সেনা-বাহিনীর অবসর প্রাপ্ত কর্মীদের দ্বারা পূরণ করা হয়ে থাকে। মৃত্যুর কারণে কোন পদ শূন্য অবস্থায় পড়ে থাকে না। এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের জেলা সম্পাদক যেখানে নিজেই কর্মরত আছেন (বহরমপুর টেক্সটাইল কলেজ) সেখানেই অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটেছে। ঐ কলেজের একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর মৃত্যু হলে তাঁর শূন্য পদে ঐ কলেজেরই কর্মরত একজন সুইপার দ্বারা পূরণ করা হয়েছে। মৃত কর্মচারীর পরিবারের কর্মপ্রার্থী এখনও অবধি শূন্য পদের অভাবে চাকুরী পাননি। প্রশ্ন হচ্ছে ডি আর কি এ সব নিয়মকানুন জানেন না? আমরা মনে করি ডি আর এই ঘটনাগুলি ঘটাচ্ছেন সচেতনভাবে, উদ্দেশ্য মূলকভাবে। এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই।

সুখেন্দু ধর, সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি মুর্শিদাবাদ জেলা।

(দীর্ঘ প্রতিবাদপত্র থেকে মূল বক্তব্যের যতটা সম্ভব প্রকাশ করা হ'ল। অনেক বক্তব্যের সঙ্গে আমাদের প্রতিবেদকের সংগৃহীত তথ্যের পার্থক্য রয়েছে। এ সম্পর্কে বিমান হাজরার বিশ্লেষণী বক্তব্য ৪ আগষ্ট সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে।

—সম্পাদক, জঃ সঃ)

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

জন্মাষ্টমী উৎসব

অরঙ্গাবাদ : গত ১২ আগষ্ট ভারত সেবাশ্রম সংঘের অরঙ্গাবাদ হিন্দু মিলন মন্দিরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম জয়ন্তী উৎসব এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে। তদুপলক্ষে ভক্তিমূলক সঙ্গীত, ভজন-কীর্ত্তন, শ্রীশ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা পাঠ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনী আলোচনা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ও গুরু মহারাজের মহাভিষেক বিশেষ পূজারতি ও যজ্ঞানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

বিজ্ঞান আলোচনা চক্র

অরঙ্গাবাদ : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ বিভাগ ও কলকাতার বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালার যৌথ উদ্যোগে এবং সুতী ২নং ব্লক যুব করণের ব্যবস্থাপনায় অরঙ্গাবাদ বালিকা বিদ্যালয়ে গত ১ আগষ্ট একটি ব্লক ভিত্তিক প্রতিযোগিতামূলক বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা চক্রের বিষয়বস্তু ছিল—'মহাশূন্য ও মানবজাতি'। প্রথম ছয়-জন সফল প্রতিযোগীকে পুরস্কৃত করা হয়। প্রথম দুইজন সফল প্রতিযোগীকে জেলাস্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। এই আলোচনা চক্রে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে অরঙ্গাবাদ বালিকা বিদ্যালয়ের মীরা রয়েদ ও ছাবঘাটী কে ডি বিদ্যালয়ের শ্রীবিমান-কুমার ঘোষ।

নিজস্ব সংবাদদাতা : সম্প্রতি ধুলিয়ান পুরভবনে সমাজভিত্তিক বনসৃজন নিয়ে এক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বনদপ্তর আয়োজিত এই চক্রে সভাপতিত্ব করেন জগন্নাথ গুপ্ত। আলোচনায় অন্যান্য এলাকার মত ঠিকা শ্রমিকদের মজুরি ১০'৫৫ টাকা করার জন্য আর এস পি নেতা নন্দলাল সরকার দাবী জানান।

ধুলিয়ান ষ্টোন প্রডাক্টস
ষ্টোন মার্চ্চেন্ট এণ্ড গভঃ কনট্রাক্টর
পাকুড়ে নিজস্ব কোয়ারী
ধুলিয়ান পাকুড় রোডে ৩৪নং জাতীয় সড়কের নিকটস্থ ক্র্যাসার ইউনিট
ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সুলভে
ষ্টোন চীপস, বোল্ডার, ষ্টোন সেট,
পোঃ ধুলিয়ান, জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন : অফিস ৫২, ফ্যাক্টরী ১১৭
ষ্টোন ম্যাটারস প্রভৃতির
সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান।
এস এস আই রেজি নং ২১/১৩৭ ১৫৮
তাং ২৪-৩-৭০

গ্রামে বেপরোয়া ডাকাতি

সাগরদীঘি : সম্প্রতি এই থানার ঘুগড়িডাঙ্গা গ্রামের বরদা মণ্ডলের বাড়ীতে এক দুঃসাহসিক ডাকাতির খবর পাওয়া গিয়েছে। দুর্বৃত্তরা বোমা ফাটিয়ে বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং দোতলার দরজা কুড়ুল দিয়ে কাটতে থাকে। পরে জানালা দিয়ে গৃহ-স্বামীকে লক্ষ্য করে গুলি করলে তিনি সাংঘাতিকভাবে জখম হন। তাঁকে গুরুতর অবস্থায় বহরমপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দুর্বৃত্তরা বরদা মণ্ডলের বাড়ীর সর্বস্ব লুঠে নিয়ে পাশে তাঁর ভায়ের বাড়ী আক্রমণ করে। ওখান থেকেও কয়েক হাজার টাকার সামগ্রী নিয়ে যায়। কাবিলপুর গ্রামের হিনু মণ্ডলের বাড়ীতেও এক ডাকাতির খবর পাওয়া গিয়েছে।

খেলার খবর

রঘুনাথগঞ্জ : অমর জ্যোতি ক্লাবের পরিচালনায় সম্প্রতি স্থানীয় ম্যাকেঞ্জি পার্ক মাঠে আয়োজিত নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে বাগানবাড়ী কিরণ সংঘ, অমর জ্যোতি ক্লাবকে ৪-১ গোলে হারিয়ে বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছে।

শিক্ষক আবশ্যক

গোঠা এ, রহমান জুনিয়র হাই স্কুল, পোঃ চাঁদনীচক হাট, জেলা মুর্শিদাবাদ এর জন্য ডেপুটেশন ভ্যাকান্সিতে একজন শিক্ষক প্রয়োজন। ২৫-৮-৮২ তারিখের মধ্যে সম্পাদকের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে।

নাম পরিবর্ত্তন

আমি সত্যনারায়ণ সাহা পিতা ৺নকড়িলাল সাহা সাং+পোঃ+ থানা রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ এই বিজ্ঞপ্তি মাধ্যমে সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করাইতেছি যে, গত ইং ২৮-৭-৮২ তারিখে স্থানীয় ই এম এ, কে চ্যাটার্জী মহাশয়ের আদালতে এক এফিডেবিট মূলে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ভাগ্যবান সাহা পরিবর্তন করিয়া প্রণবেশ সাহা রাখিয়াছি। অতঃপর আমার উক্ত পুত্র সর্বক্ষেত্রে প্রণবেশ সাহা স্বরূপে পরিচিত হইবে।

শ্রীসত্যনারায়ণ সাহা
রঘুনাথগঞ্জ
২৯-৭-৮২

ধর্মীয় অনুষ্ঠান

ধুলিয়ান : গত ৯ আগষ্ট, ভারত সেবাশ্রম সংঘ অনুমোদিত ধুলিয়ান হিন্দু মিলন মন্দির প্রাঙ্গণে বোলে বোম্ দলের উদ্যোগে ও মিলন মন্দিরের পরিচালনায় দ্বিপ্রহরে দেবাদিদেব মহাদেবের ও আচার্য্যদেবের মহাভিষেক পূজা আরতিক, ভজন কীর্ত্তন, শিবনাম কীর্ত্তন স্তোত্র পাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। বিকেল ৫টায় হিন্দুধর্ম্ম সংস্কৃতি সম্মেলনে ব্রঃ দেবলেন্দু মহারাজ বোলে বোম দলের গঙ্গাবারি বহনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা ও ধর্ম্মীয় ভাষণ প্রদান করেন। বৈদিক শান্তি যজ্ঞানুষ্ঠানের পর কয়েক হাজার ব্যক্তিকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

স্বাধীনতা দিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা : রবিবার জঙ্গিপুর মহকুমার সর্বত্র যথাযোগ্য মর্যাদায় ভারতের ৩৬-তম স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়। আর এস পি প্রতিবাদ দিবস পালন উপলক্ষে ঐ দিন রঘুনাথগঞ্জে 'এ আজাদি ঝুটা হ্যায়' শ্লোগান-মুখর একটি মিছিল বের করে। মুখ্য ডাকঘরে পোষ্টাল রিক্রিয়েশন ক্লাব অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিন-টিকে পালন করেন। এই উপলক্ষে আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুনসেফী আদালত
নিলামের দিন ১৩ই সেপটেম্বর, ১৯৮২
মোকর্দ্দমা নং ৩/৮০ মনিজারী
ডিঃ অঞ্জলি গাঙ্গীরা সাং মির্জাপুর থানা রঘুনাথগঞ্জ
বেং ফজলু সেখ দিং সাং বাছুরাইল থানা রঘুনাথগঞ্জ
দাবি ৬৬৮'০৫ পঃ
থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রামচন্দ্রবাটী খং নং ৫৩৬ দাগ নং ১৩৫ পরিমাণ ৫৫ শতক আঃ মূল্য ৪০০০ টাকা রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব।

জীবনকে হাসি-আনন্দে ভরিয়ে তুলতে **স্বল্প সঞ্চয়**-এর শরিক হোন।
স্বল্প সঞ্চয়-এর এজেণ্ট
শ্রীআদিনাথ চট্টোপাধ্যায়
বালিঘাটা
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

দাস অটো ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস
উমরপুর (৩৪নং জাতীয় সড়ক) মুর্শিদাবাদ
প্রোঃ মদনমোহন দাস
এখানে গাড়ীর যাবতীয় ইলেকট্রিকের কাজ করা হয়।
এবং গ্যারান্টিসহকারে ব্যাটারী নির্মাণের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

পুর উন্নয়ন ব্যাহত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সব কাজে যা এই মুহূর্তে না করলেও চলত। ফলশ্রুতি হিসেবে ২৮ জুলাই ক্ষমতাসীন হওয়ার মুহূর্তে মৃগাংকবাবু পুর ফাণ্ডে পেয়েছেন মাত্র ৫,৪০০ টাকা। পরে ৪২ হাজার টাকার সরকারী সাহায্য এবং ১·২৫ লক্ষ টাকা শিক্ষাখাত থেকে ঋণ নিয়ে আপাততঃ পুরসভার কাজ চালানো হয়েছে। মৃগাংকবাবু বলেন, রাজ্য সরকারকে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে অর্থ বরাদ্দের অনুরোধ জানানো হয়েছিল। কিন্তু পুর বিভাগ পূর্বেকার প্রাপ্ত সরকারী অর্থের 'ইউটিলাইজেসন সারটিফিকেট' জমা না দিলে নতুন করে অর্থ মঞ্জুরীর অনুরোধ মানতে রাজী হননি। এই অবস্থায় যে সমস্ত নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য সরকার ইতিমধ্যেই অর্থ দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ করতে প্রায় ৬ লক্ষ টাকার দরকার। পুরসভা থেকে প্রকল্পগুলি রূপায়ণে ১০ লক্ষ টাকার অগ্রিম ঋণ নেওয়ার কথা চিন্তা করা হচ্ছে বলে শ্রীভট্টাচার্য্য জানিয়েছেন। আশা করা হচ্ছে রাজ্য বাজেটের পর অবস্থা দেখে এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারে কাছ থেকে সবুজ সংকেত পাওয়া যাবে। পুর সভার বার্ষিক রোজগারের মোটা অংশ মেলে কর আদায় থেকে। জঙ্গিপুর পুরসভার কর আদায় আশাপ্রদ নয় বলে পুরপতি স্বীকার করেছেন। তিনি জানান গত আর্থিক বছরে ৩৯ শতাংশ কর আদায় সম্ভব হয়েছিল যার ৭৫ ভাগ আদায় হয়েছে রঘুনাথগঞ্জের ৪টি ওয়ার্ড থেকে। মৃগাংকবাবু পুরসভার কাজকর্ম চালাবার ব্যাপারে সাধারণ মানুষের সহযোগিতা প্রার্থনা করেছেন। সেই সঙ্গে কামনা করেছেন স্থানীয় সংবাদপত্রগুলির গঠনমূলক সমালোচনা।

স্থানীয় সমস্যা মেটাতে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বলে অরুণ মুখারজি অভিযোগ করেন। স্থানীয় গোলযোগের দরুণ শহরের বিদ্যুৎ সরবরাহ যাতে ব্যাহত না হয় তার জন্য যুব ফেডারেশন ৬ আগষ্ট বিদ্যুৎ বিভাগের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনীয়র এস দাসের কাছে রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরের জন্য পৃথক লাইন স্থাপনের দাবী জানিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বর্তমানে রঘুনাথগঞ্জ থেকে লালগোলা পর্যন্ত একটি লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজ চলায় হরহামেশাই সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে। পৃথক লাইন চালু হলে এই বাধা দূর হবে। এ্যাঃ ইঞ্জিনীয়র বিক্ষোভকারীদের দাবী সুবিবেচনাঃ আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানা গেছে। যুব ফেডারেশন জঙ্গিপুর হাসপাতাল নিয়েও আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দিয়েছেন।

ত্রাণের টাকা ফেরৎ গেল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দেওয়া হবে। ব্লক অফিস থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে এ সম্পর্কে তালিকা প্রস্তুতের জন্য বলা হলে কাঞ্চনতলা গ্রাম পঞ্চায়েত ছাড়া আর কোন পঞ্চায়েত সে তালিকা বিডিও'র কাছে জমা দেননি। ফলে কোন গ্রাম পঞ্চায়েতকেই ঐ টাকা দেওয়া যায়নি। এ নিয়ে ঐ এলাকার মানুষজনের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

পুর জমি বেদখল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যাওয়ায় পথ চলাচল কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে। অভিযোগ, এ ব্যাপারে পুর কমিশনারদের অনেকেই প্রত্যক্ষভাবে মদত দিচ্ছেন। জঙ্গিপুর হাই মাদ্রাসার সামনে এক কমিশনার পুর জমিতে একটি পাকা ঘর বানিয়ে মাসিক একশ টাকা ভাড়া আদায় করছেন। সেই সঙ্গে ঐ কমিশনার নাকি উপরি কিছু নিয়ে সড়ক অবরোধ করে দোকানপাট বসাচ্ছেন বলে অভিযোগ। জঙ্গিপুর শহরের অপর দুই কামশনার ঠিকাদারদের সাথে গোপন চুক্তি করে নিয়ম বহির্ভূতভাবে মেরামতির কাজ করাচ্ছেন। পুর রাস্তায় 'বিষ' ফেলে এক কমিশনার আবার ইতিমধ্যেই বিষ কমিশনার আখ্যা পেয়েছেন। অথচ এভাবে রাস্তা মেরামতি পুর আইনে বিধিসম্মত নয়। এক তরুণ কমিশনারের বিরুদ্ধে অভিযোগ, পুর রয়ালিটি না দিয়েই তিনি ব্যাপকভাবে ইট তৈরী করছেন। বিশ্বস্ত সূত্রের খবর শুক্রবার রাজ্যের পুর দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শৈলেন সরকার জঙ্গিপুর পুরসভা পরিদর্শনে আসছেন। এই ঘটনার প্রতি মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞ দল আসছেন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জানা গেছে, গত সপ্তাহে গঙ্গার দক্ষিণ তীরের আরও কিছুটা অংশ ধসে গেছে। ২৩ আগষ্ট গঙ্গাভাঙ্গন দেখতে ফ্লাড কন্‌ট্রোল বোর্ডের একদল কেন্দ্রীয় বিশেষজ্ঞ দল দিল্লী থেকে জঙ্গিপুর ও ধুলিয়ানে আসবেন। তাঁরা ভাঙ্গনের অবস্থা দেখে কেন্দ্রের কাছে একটা পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই এখানে আসছেন বলে জানা গেছে। এদিকে ভাঙ্গনকে কোনরকমে ঠেকা দিতে ১৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০ কিমি এলাকার বিপদজনক স্থানগুলি পাথর দিয়ে বাঁধাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই টাকা দেবেন রেল, জাতীয় সড়ক, ফরাক্কা ব্যারেজ ও রাজ্য সরকার। ভাঙ্গনের ফলে কোন কোন এলাকায় রেল লাইন ও ৩৪ নং জাতীয় সড়কের খুব কাছে গঙ্গা এসে পড়ায় উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

জেলা তথ্য দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, বহরমপুর শহরের ঠিক এক মাইল দক্ষিণে গঙ্গা নদী তে গুরুতর ভাঙ্গনের দরুণ শহরের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে। কৃষ্ণমাটি ও মহুলা গ্রামের প্রায় আধ মাইল এলাকা গঙ্গা-গর্ভে নিমজ্জিত হয়েছে। ব্যাপার এত গুরুতর আকার ধারণ করেছে যে এই সমস্যার মোকাবিলায় কেন্দ্রের সাহায্য প্রয়োজন। পঞ্চায়েত মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় একথা বলেছেন। তথ্য দপ্তর আরো জানিয়েছেন, ভাঙ্গন রোধে সেচ বিভাগ দিনরাত কাজ করে চলেছে। কিন্তু অর্থের প্রচণ্ড অভাবের দরুণ পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সম্ভব হবে না। কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্য না পেলে শস্য ও গবাদি পশুর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি অনিবার্য।

কলেজে ছাত্র ভর্তি নিয়ে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়ে যায়। এদিকে কলেজে বিস্ফোরণ সংক্রান্ত খবর প্রকাশের পর পরই ১১ আগষ্ট ঐ ঘটনা নিয়ে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বৈঠকে কলেজের নানা সমস্যা নিয়ে উভয় তরফে অনেকেই বক্তব্য রাখেন। জনৈক অধ্যাপক ছাত্রদের 'ফোর্স' দিয়ে দমন করার হুমকী দিলে ছাত্ররা অধ্যাপকদের ক্লাস ফাঁকি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। ছাত্রদের অভিযোগ, অধ্যক্ষহীন কলেজে এখন ডামাডোলের রাজত্ব শুরু হয়েছে। অধ্যাপকদের ব্যাপক অনুপস্থিতির জন্য কলেজ প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। ছাত্র পরিষদ জিবি'র কাছে এ সম্পর্কেও অভিযোগ জানাবেন।

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা

ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড

মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

সুরবল্লী কষায়

রক্ত পরিষ্কারক ও

বলবর্ধক

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ

কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।